শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করবে। বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব না হলে নিরাপত্তা পরিষদ বলপ্রয়োগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এই ঘোষণার বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং যুদ্ধ প্রতিরোধের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদকে দেওয়া হয়। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও অধীনে সদস্য-রাষ্ট্রগুলি শান্তিবাহিনী রাখবে বলে প্রস্তাব করা হয়। এই সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ভেটো ক্ষমতা (Veto Power) নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ এই সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদের ভোট-পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তীকালে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। (৩) ডামবারটন ওকস্ পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এবং সচিবালয়ের কথাও বলা হয়। (৪) তা ছাড়া একটি আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠনের প্রস্তাবও করা হয়। বলা হয় যে এই পরিষদ সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে থাকবে।

ডামবারটন ওক্স পরিকল্পনায় সম্ভাব্য বিশ্ব-সংস্থার রূপরেখা নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে নানা প্রস্তাব করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের তরফ থেকে বিভিন্ন মতামত ও গঠনমূলক সমালোচনা পেশ করা হয়। এই সমস্ত প্রস্তাব নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে সংশ্লিষ্ট ঘোষণার প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে গভীর বিচার-বিবেচনা অব্যাহত থাকে। প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে এই সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অভিমত ও সমালোচনা ব্যক্ত করা হয়। ডামবারটন ওক্স সম্মেলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন: "The next major initiative was taken at the Dumberton Oaks Conference of foreign officials (August - October 1944), where the first blueprint of the UN emerged."

ইয়ালটা সম্মেলন—১৯৪৫ (Yalta Conference—1945)

ইয়ালটা সম্মেলন তাৎপর্যপূর্ণ ॥ 'ডামবারটন ওক্স সম্মেলন'-এর আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 'ইয়ালটা সম্মেলন'-এ তা সম্পূর্ণ হয়। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ থেকে ১১ তারিখের মধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মার্শাল স্তালিন ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ক্রিমিয়ার ইয়ালটায় মিলিত হন। ইয়ালটা সম্মেলনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমকালীন বিশ্বের এই তিন বৃহৎ শক্তি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের বিচারে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্তালিন দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের কঠোর অবস্থান থেকে সরে আসেন। তার ফলে সহমতের এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের খসড়া প্রণয়নের স্বার্থে এ রকম একটি পরিবেশ ছিল একান্তভাবে অপরিহার্য। বস্তুতঃ সমকালীন পরিস্থিতির চাপেই তিন বৃহৎ শক্তির এই রাষ্ট্রনেতারা বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বভাবতই ডামবারটন ওক্স পরিকল্পনার ব্যর্থতা ঢেকে দিতে ইয়ালটা সম্মেলন সক্ষম হয়েছিল। গুডস্পিড (S. S. Goodspeed) তাঁর *The Nature and Functions of International Organisations* শীর্ষক গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "The Yalta decisions eliminated most of the gaps in the Dumberton Oaks proposals." এ দিক থেকে বিচার করলে ইয়ালটা সম্মেলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ ॥ এই সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদের ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলাপ-আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

West Germany (U.S.) East Germany (U.S.S.R)

ইউনিয়ন ছিল যথেষ্ট দুর্বল এবং মার্কিন অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল। সেই সময় (১৯৪৫-৪৬) বিশ্বের একমাত্র পরমাণু শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন করত, তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে বৃহৎ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব হত না। এরূপ মতামত বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। যাই হোক, উপরোক্ত কারণগুলি যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বৃহৎ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি বৃহৎ শক্তি, দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং সক্রিয় হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দুটি দেশ জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসানের পরেই মূলত ইউরোপের পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করে এই দুটি দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান (Truman) ঘোষণা করেন যে আমেরিকা ইউরোপে তার বন্ধুদেশগুলিকে (যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স) অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনে সাহায্য করবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণা Truman Doctrine বা 'ট্রুম্যান নীতি' হিসাবে পরিচিত। এই নীতির রূপায়ণের জন্য মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মারশাল (Marshall) পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের জন্য ব্যাপক মার্কিন অর্থ সাহায্য ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা Marshall Plan বা 'মারশাল পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। 'ট্রুম্যান নীতি' বা 'মারশাল পরিকল্পনা' আসলে সমগ্র ইউরোপের উপর আমেরিকার প্রভাব বিস্তারের কৌশল বলে মনে করতে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুদ্ধোত্তর জার্মানির ভবিষ্যৎ নিয়েও দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এই মতবিরোধের কারণে জার্মানি দ্বিখন্ডিত হয়। জার্মানির পশ্চিম অঞ্চল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স দখল করে, আর পূর্বাঞ্চল যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে। ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেমন, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতির উপর সোভিয়েত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিখন্ডিত জার্মানির পশ্চিম অংশ পরে Federal Republic of Germany (FRG) এবং পূর্ব অংশ German Democratic Republic (GDR) নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পশ্চিম জার্মানি আমেরিকার প্রভাবাধীন এবং পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত